দৈনিক
জনকণ্ঠ

05 MAY 2008

ঢাবির হল ইউনিয়নগুলো ও ডাকসু নির্বাচন নিয়মিত করার সুপারিশ

ন বিশ্বাস ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত
াতিকর পরিস্থিতি ভবিষ্যতে এড়াতে নিয়মিতভাবে
সু এবং হল ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের ব্যবস্থা করাসহ
দফা সুপারিশ প্রদান করেছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত
শন। ২০০৭ সালের ২০-২২ আগস্টে ঢাকা,
বিদ্যালয়ের সৃষ্ট এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তদন্তের লক্ষ্যে
রপতি হাবিবুর রহমান খানকে নিয়ে গঠিত এক
স্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়
তদন্ত শেষে কমিশন সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল
র। কমিশনের এই প্রতিবেদন সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির
্যমে প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম
ন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির
্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র
জানিয়েছে।

বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চৌদ্দ দফা প্রস্তাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে লক্ষ্যে কমিশনের ১৪ দফা সুপারিশের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ জন্য শিক্ষক কর্মকর্তার সমন্বয়ে

(১১-পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাবির হল ইউনিয়নগুলো

(১২-এর পাতার পর)

একটি উচ্চ পর্যায়ের মনিটরিং টিম গঠন করে সর্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কম্পিউটারাইজড আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ঘটনা ঘটলে বা কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা যেন রাজনৈতিক রূপ নিতে না পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে তৎপর থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিজস্ব শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলে যথাসম্ভব সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে পরিবেশ শান্ত রাখতে হবে। যাতে শিক্ষাঙ্গনের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে যে কোন ধরনের সাংঘর্ষিক, অপ্রীতিকর কিংবা অনভিপ্রেত ঘটনা এড়ানো যায়।

সুপারিশে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টীমকে পরিবর্তন করে আরও দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী 'প্রক্টরিয়াল টিম' গঠন করতে হবে যা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে এই টিমের সদস্যদের মেয়াদ কোনভাবেই যেন দুই বছরের বেশি না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বা বিশেষ করে ছাত্রদের নিয়ে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সংবাদ মাধ্যমে তা যেন অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করে, ছাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে কে, কি, বা কি প্রকার আচরণ করতে পারে তার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং ওই আচরণবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী এবং শিক্ষককে জানতে হবে এবং মেনে চলতে বাধ্য করা হবে, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রশাসনিক এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর এবং শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের জন্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে একজন ছাত্র ও শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার-আচরণ কি হবে তার সীমা-পরিসীমা সন্নিবেশিত থাকবে। ওই আচরণ বিধিসমূহ ছাত্র-শিক্ষককে জানতে হবে, যাতে করে তাদের আচার-আচরণ বিধি কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধানের পরিপন্থী না হয়।

সুপারিশে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় প্রতীয়মান হয় এখানে ছাত্রদের জন্য কোন সঠিক নেতৃত্ব ছিল না। তাই ছাত্রদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে ছাত্রদের মধ্যে সঠিক ও কার্যকর নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং এ ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নিয়মিতভাবে ডাকসু এবং হল ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট যে কোন সমস্যা বা বিবাদ নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'সালিশী বোর্ড' গঠন করা যেতে পারে। ওই বোর্ডের কাজের ধরন, প্রকৃতি, কর্মপন্থা ইত্যাদিও নির্ধারণ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য [illegible] কার্যক্রম, যেমন খেলাধুলা, নাটক, বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আরও বাড়ানো হবে যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি এ সকল কার্যক্রমে বেশি করে মনোনিবেশ করতে পারে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহিরাগত লোকজনের চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে বহিরাগত কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে কোনভাবেই বসবাস করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের যে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয় তা আরও উন্নত (ছবিসহ লেমিনেটেড) করতে হবে। যাতে প্রতিটি ছাত্র শিক্ষক তাদের পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারে। তাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাদের চেনা সহজ হবে।